

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮- ৩৪৬

তারিখ- ০৩।১০।২০১৮। ২০১৮ খ্রি:

বিষয়ঃ ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল
সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদি, বরিশালের বিবুকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আগীল) বিধিমালা, ২০১৮
মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

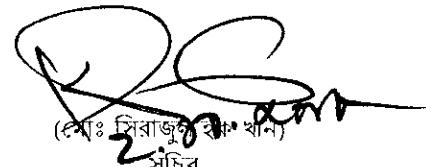
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল
সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদি, বরিশালের গত ০১/১২/২০১৭ হতে ০৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত অনুমোদিতভাবে কর্মসূলে
অনুপস্থিত ছিলেন,

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আগীল)
বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আগীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক
যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা
হবে না-এ নোটিস প্রার্থির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শনোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান
করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।


(মোঃ মিরাজুজ্জামান খান)
সচিব

ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১)

সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
মুলাদি, বরিশাল

সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদি, বরিশাল।

(স্বাস্থ্য ঠিকানাঃ গ্রাম-মিরপুর, ইউনিয়ন-ময়নামতি, পোষ্ট-ময়নামতি বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা।)

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮- ৩৪৬/২৮

তারিখ- ০৩।১০।২০১৮। ২০১৮ খ্রি:

অন্তিমিপ্তি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্বাস্থ্য ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে
অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।)

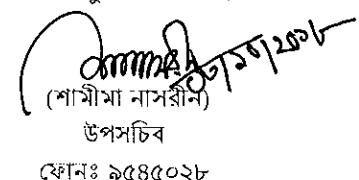
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য।)

৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৪। সিডিল সার্জন, বরিশাল।

৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মুলাদি, বরিশা।

৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।)


(শামীমা নাসরিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদি, বরিশালের গত ০১/১২/২০১৭ হতে ০৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উপরিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৎখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৎখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।



(মেডিসিনজুলিক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৮-৩৪৭

তারিখ- ০৬.১০.২০১৮ খ্রি

বিষয়ঃ ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইভিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনসিটিউট, মহাখালী, ঢাকাৰ বিৰুক্ত
সরকারি কৰ্মচাৰী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইভিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনসিটিউট, মহাখালী, ঢাকাৰ গত
০২/০২/২০১৮ হতে ২৬/১১/২০১৭ পৰ্যন্ত অননুমোদিতভাৱে কৰ্মসূচলে অনুপস্থিত ছিলেন,

যেহেতু, আপনাৰ উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কৰ্মচাৰী আচৰণ বিধিমালাৰ পৰিপন্থী এবং সরকারি কৰ্মচাৰী (শৃঙ্খলা ও আপীল)
বিধিমালা, ২০১৮ এৰ ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক থথাক্রমে ‘অসদাচৰণ’ ও ‘পলায়ন’ হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালেৰ সরকারি কৰ্মচাৰী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এৰ ৩(খ) ও ৩(গ) ধাৰা মোতাবেক
থথাক্রমে ‘অসদাচৰণ’ ও ‘পলায়ন’ৰ দায়ে অভিযুক্ত কৰা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালাৰ অধীনে ঘোষযুক্ত দণ্ড প্ৰদান কৰা
হবে মা-এ নোটিস প্ৰাপ্তিৰ ১০ (দশ) কৰ্ম দিবসেৰ মধ্যে এ বিষয়ে নিয়মস্বাক্ষৰকাৰীৰ নিকট কাৰণ-দৰ্শনোৱাৰ জন্য আপনাকে নিৰ্দেশ প্ৰদান
কৰা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুমানি চান কিমা তাৰ জানাতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হল।

অভিযোগ বিবৰণী এতদসংজ্ঞে সংযুক্ত কৰা হল।


(মোঃ সিম্পুল হক খান)
সচিব

ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭)

প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইভিএফ শাখা

জনস্বাস্থ্য ইনসিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

(স্বার্য ঠিকানা: ১৯২, ইৱাহীমপুর, কামৰূপ, ঢাকা।)

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৮-৩৪৭/১(৩)

তারিখ- ০৬.১০.২০১৮ খ্রি

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেৰ জন্য

১। মহাপৰিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তৰ, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কৰ্মকৰ্তাৰ স্বার্যী ও বৰ্তমান ঠিকানায় প্ৰেৰণপূৰ্বক মন্ত্রণালয়কে
অবহিত কৰাৰ জন্য অনুৱোধ কৰা হল।)

২। পৰিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তৰ, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটাৰে সংৰক্ষিত রাখাৰ জন্য)।

৩। পৰিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনসিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

৪। উপপৰিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তৰ, মহাখালী, ঢাকা।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্ৰকাশেৰ জন্য অনুৱোধ কৰা হল।)


(শার্মিলা নাসুরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ সুবাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইভিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনসিটিউট, মহাখালী, ঢাকার গত ০২/০২/২০১৪ হতে ২৬/১১/২০১৭ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।



(মোঃ শফিউল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২.২০১৮- ৩৪৮

তারিখ- ০৬.৮.২০১৮ খ্রি:

বিষয়ঃ ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার বিবুকে
সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ
হাসপাতাল, বগুড়ার গত ০৯/০৯/২০১৭ হতে ০৫.০৮.২০১৮ পর্যন্ত নিয়েন বিধিত না করে অননুমোদিতভাবে লিয়েনে কর্মরত ছিলেন,

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অননুমোদিত নিয়েন সরকারি কর্মচারী-আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও
আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ হিসেবে গণ;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক
যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা
হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিয়মস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান
করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা ও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮)

প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি)

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২.২০১৮- ৩৪৮/৮৪

তারিখ- ০৬.৮.২০১৮ খ্রি:

অনলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে
অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।)
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিষ্ট্রার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া গত ০৯.০৯.২০১৭-হতে ০৫.০৮.২০১৮ পর্যন্ত অনন্যোদিতভাবে লিয়েন কর্মরত ছিলেন এবং আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষে মাধ্যমে অবহিত করেননি। আপনার উপরিখ্রিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘প্লায়ন’ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘প্লায়ন’র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ মিরাজুল ইসলাম হোসেন)
সাচিব